https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

হেনোক সোলেন পারপুরা

বিবরণ 2016

রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা।

কিভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় ?
এইচ এস পি এর রোগ নিরূপন প্রাথমিকভাবে ক্লিনিক্যাল এবং ঐতিহ্যগতভাবে পারপুরিক ইরাপশন এর এবং উপর ভিত্তি করে যা সাধারনত পা এবং নিতম্ব থাকে এবং এর সাথে কমপক্ষে একটা নিম্নলিখিত লক্ষন থাকে পেটে ব্যথা, গিড়া আক্রান্ত হওয়া (আরথ্রাইটিস বা আরথ্রালজিয়া) এবং কিডনী আক্রান্ত হওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হেমাচুরিয়া। অন্যান্য রোগ যাতে একই ধরনের লক্ষন থাকে সেগুলো বাদ দিতে হবে। কদাচিত রোগ নিরুপনের জন্য চামড়া থেকে বায়োপসী প্রয়োজন হতে পারে। হিস্টোলজীক্যাল পরীক্ষায় ইমিউনোগ্লোবিউলিন এ দেখার জন্য।

কি কি ল্যাবরেটরী এবং অন্যান্য পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ?
এমন কোন নির্দিষ্ট পরীক্ষা নেই যা দিয়ে এইচ এস পি রোগ নির্ণয় করা যায়। ইরাইথ্রোসাইট সেডিমেন্টেশন রেইট (ই এসআর) অথবা সি-রিএকটিভ প্রোটিন (সি আর পি, সিস্টেমিক প্রদাহের পরিমাপ) স্বাভাবিক বা বেশি হতে পারে। পায়খানায় সুপ্ত রক্ত ক্ষুদ্রান্ত্রের রক্তক্ষরন নির্দেশ করতে পারে। প্রসাব পরীক্ষা করে রোগ চলাকালীন সময়ে কিডনীর সমস্যা নির্ণয় করা উচিত। লো গ্রেডে হেমাচুরিয়া সচরাচর থাকে যা সময়ে ঠিক হয়ে যায়। যদি কিডনী সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয় স্বল্প মাত্রায় টেস্ট, রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি বা তাৎপর্যপূর্ণ প্রোটিনিউরিয়া) তবে কিডনী বায়োপসির প্রয়োজন হতে পারে। ইমেজিং যেমন আল্ট্রাসাউন্ড করা যেতে পারে পেটে ব্যথার অন্যান্য কারন বাদ দেওয়া এবং সম্ভাব্য জটিলতা যেমন অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করার জন্য।

এটা কি চিকিৎসাযোগ্য?
বেশিরভাগ এইচ এস পি রোগী ভালো থাকে এবং আদৌ কোন চিকিৎসার দরকার হয়না। এর ফলে যখন রোগের লক্ষন থাকে বাচ্চারা বিশ্রাম দিতে পারে। চিকিৎসা যখন প্রয়োজন প্রধানত সহায়ক, যেমন ব্যথাযুক্ত করা সাধারন অ্যানালজেসিক (ব্যথানাশক) যেমন এসিটামিনোফেন অথবা নন স্টেরয়েডাল এন্টি ইনফ্লামেটরী ঔষধ দিয়ে যেমন ইবুপ্রোফেন বা নেপ্রোক্সেন যখন গিড়ার সমস্যাগুলো প্রধান থাকে।
মুখে বা শিরার মাধ্যমে কর্টিকোস্টেরয়েড দিতে হবে যদি রোগীর তীব্র পাকস্থলী অন্ত্রনালীর লক্ষন বা রক্তক্ষরন এবং কদাচিত অন্যান্য অঙ্গ (যেমন অন্তকোষে) তীব্র সমস্যা থাকে। যদি কিডনীর সমস্যা তীব্র হয় অবশ্যই কিডনী বায়োপসী করতে হবে এবং যাদ ইনডিকেটেড হয় কর্টিকোস্টেরয়েড এবং ইমিউনোসাপ্রেসিভ ঔষধ দিয়ে সমন্বিত

চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া গুলো কি কি?

এইচ এস পি এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঔষধ দিয়ে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বা অল্প সময়ের জন্য ঔষধ দেয়া লাগতে পারে। তাই কোন বড় ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আশা করা যায়না। কদাচিত, প্রচন্ড কিডনী সমস্যায় প্রেডনিসোলন এবং ইমিউনোসাপ্রেসিভ ঔষধ ব্যবহার করা হলে দীর্ঘ সময় ধরে, তখন ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সমস্যা হতে পারে।

রোগটা কতদিন থাকে ?

রোগের পুরো কোর্স প্রায় ৪-৬ সপ্তাহ। অর্ধেকের বেশি বাচ্চাদের ৬ সপ্তাহের মধ্যে কমপক্ষে একবার পুনরায় হতে পারে, যেটা সাধারনত অল্প সময় এবং অল্পমাত্রায় থাকে প্রথমবারের চেয়ে পুনরায় হলেও কদাচিত বেশী সময় ধরে থাকে। পুনরায় রোগ দেখা দিলেই সেটা তীব্রতা নির্দেশ করেনা। বেশিরভাগ রোগী পুরোপুরি সুস্থ্য হয়ে যায়।